গাংনীতে মানসিক প্রতিবন্ধীকে ধর্ষণের অভিযোগে একজন আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে মানসিক প্রতিবন্ধী এক মহিলাকে ধর্ষণ করার অভিযোগে খবির নামের এক লম্পটকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার হিন্দা গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। লম্পট খবির হিন্দা গ্রামের পশ্চিম পাড়ার চায়েন উদ্দীনের ছেলে।

গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান জানান, মানষিক প্রতিবন্ধী এক মহিলাকে ধর্ষণ করার অভিযোগে খবির নামের এক লম্পটকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ঘটনায় ঐ প্রতিবন্ধীর ভাবি খবির উদ্দীনের বিরুদ্ধে ধর্ষনের মামলা দায়ের করেছে যার নং ১০। তাং ১০-১০-১৯ ইং।

প্রতিবন্ধীর ভাবি জানান, ধর্ষণের কারণে তার প্রতিবন্ধী ননদ গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গত ০৭-০৬-১৯ ইং তারিখে প্রতিবন্ধীর বাড়ির পার্শে একটি পাট ক্ষেতে নিয়ে তাকে জোর পূর্বক ধর্ষণ করে লম্পট খবির। এরপর গর্ভবতী হয়ে পড়ে সে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই আলী রেজা জানান, ভিকটিমের ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হবে। এছাড়া ধর্ষণ মামলার আসামী খবিরকে মেহেরপুর আদালতে সোপর্দ করা হবে।

– নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরে বাড়ছে দুর্ঘটনা, পঙ্গুত্ত্ববরণসহ ঘটছে

প্রাণহানি (ভিডিও সহ)

মেহেরপুরের আঞ্চলিক মহাসড়ক ও সড়ক গুলো এখন শ্যালো ইঞ্জিন চালিত অবৈধ যানবাহনের দখলে। দিনের পর দিন মৃত্যু’র মিছিল দীর্ঘ হলেও ট্রাফিক পুলিশ দূর্ঘটনা রোধে কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় ক্ষোভ বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা জেলায়। গত দু বছর আগে ট্রাফিক পুলিশের তাড়া খেয়ে মটরসাইকেল নিয়ে পালাতে গিয়ে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে গাংনীর ভোমরদহ গ্রামের সাবেক এক সেনা সদস্য’র মৃত্যু হয়। পরে জনরোষ থেকে বাঁচতে পালিয়ে যায় ট্রাফিক পুলিশের সদস্যরা। এলাকাবাসির অভিযোগ মেহেরপুর সড়ক মহাসড়ক অবৈধ যান দাপিয়ে বেড়ালেও অজ্ঞাত কারনে ট্রাফিক বিভাগ নিরবতা পালন করে আসছে। অবৈধ যান চলাচল বন্ধে হাইকোর্টের নির্দেশনা থাকলেও নেই নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে চলছে এসব অবৈধ যান।
গতকাল বুধবার দিবাগত সন্ধ্যায় গাংনীর পোড়াপাড়া নামক স্থানে ট্রাকের ধাক্কায় রাণী খাতুন (২৫) নামের এক গৃহবধূ নিহত হয়েছেন। সে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের নাহিদুজ্জামানের স্ত্রী। রাণী খাতুন তার শ্বশুরের মোটরসাইকেল চড়ে গাংনী উপজেলা শহর থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। এসময় একটি ট্রাক মোটরসাইকেলকে ধাক্কায় দিলে ছিটকে মাটিতে পড়ে নিহত হয় সে।
গাংনীর বাওট বাজারে অদূরে গত শনিবার দুপুর সাড়ে ১২ টায় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বাওট বাজার সংলগ্ন এলাকায় ট্রাক ও হোপার (ধানমাড়াই গাড়ী) মুখোমুখি সংঘর্ষে আক্তারুল ইসলাম (৩৫) নামের এক চালক নিহত হয়েছে। নিহত আক্তারুল ইসলাম গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে ও হোপার (ধানমাড়াইগাড়ী) চালক। এ ঘটনার পরপরই লাশের পাশ দিয়ে মেহেরপুরের ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা গেলেও উদ্ধার কিংবা ঘাতক ট্রাক আটক না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে স্থানীয়রা। এ নিয়ে ট্রাফিক পুলিশের ভুমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় অভিযুক্ত ট্রাফিক পুলিশের কয়েকজন সদস্য’র বিরুদ্ধে বিভীগীয় মামলা ও কৈফিয়ত তলবের নির্দেশ দেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন মাইক্রোবাস চালক জানান, কাগজ পত্র ঠিক থাকলেও ট্রাফিক পুলিশকে মাসিক চাঁদা দিয়ে তাদের চলতে হয়। আলগামন চালকরা জানান,ট্রাফিক পুলিশ তাদের আটক করলেও নজরানা দিলেই ছেড়ে দেয়।
কয়েকজন ইটভাটা মালিক জানান, ইটভাটা চলাকালিন সময়ে ট্রাফিক পুলিশ

সদস্যদের টাকা নিয়েই লাটাহাম্বার চালানো হয়। টাকা না দিলে গাড়ি ধরে নিয়ে থানায় আটক রাখার হুমকী দেন।
চলতি মাসের ৮ তারিখ (মঙ্গলবার) জেলায় পাখি ভ্যান ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ১০ জন আহত হয়। এদের মধ্যে চার জনকে রেফার্ড করা হয়েছে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজে।
গত মাসের ২৪ তারিখে মেহেরপুরের বিসিক এলাকায় পাখি ভ্যানের ধাক্কায় সাংবাদিক ইয়াদুল মোমিন মারাতœক জখম হন। দুই সপ্তাহ ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে বর্তমানে নিজ বাড়িতে বিছানাগত অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
এছাড়াও গত ২৮ আগস্ট সদর উপজেলার ইসলামনগর-খোকসা গ্রামের মাঠে স্যালো ইঞ্জিন চালিত অবৈধ যান আলমসাধুর ধাক্কায় খেজমত আলী (৫২) নামের এক কৃষক নিহত হন। এর আগে ৯ জুলাই মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক মীর মাহবুব (৫৮) বিদ্যালয় থেকে মোটর সাইকেলে বাড়ি ফেরার সময় গরু বোঝাই ট্রলির ধাক্কায় নিহত হন। গতকাল গাংনীতে রানী খাতুন নামের এক গৃহবধু ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু বরণ করেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল সুত্রে জানা গেছে, চলতি বছরে প্রায় প্রতিদিনিই গড়ে ১০-১৫ জন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছে। এদের মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় অন্যত্র রেফার্ড করা হয়েছে। বেশ কয়েকজন মৃত্যুবরণ করেছে। এই দুর্ঘটনার অধিকাংশই অবৈধ পরিবহনের কারনে ঘটেছে।
মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. এহসানুল কবির আল আজিজ মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রায় প্রতিদিন ১০-১৫ জন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসা নিতে আসছে। বেশিরভাগ দুর্ঘটনা ঘটছে তিন চাকার অবৈধ পরিবহনের কারণে। বর্ষা মৌসুমে এই দুর্ঘটনার পরিমান অন্য সময়ের তুলনায় বেশি।
মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে মাঝে মধ্যে চেকপোষ্ট বসিয়ে এইসব অবৈধ গাড়ি আটক করা হলেও থামছে না এদের চলাচল। গত তিন দিনে মেহেরপুর পুলিশের অভিযানে মাত্র ৩৪টি অবৈধ পরিবহন আটক করা হয়। তারপরও মেহেরপুরের প্রধান সড়কে চোখ রাখলেই দেখা যাবে এদের আধিপত্য।
অনুসন্ধানে জানা গেছে, মেহেরপুরে প্রায় ৭ হাজার ইজিবাইক ও ৩ হাজার শ্যালো ইঞ্জিন চালিত অবৈধ যান বাহন চলাচল করে। যানজট থেকে শুরু করে দুর্ঘটনার প্রধান কারন হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এইসব

পরিবহনকেই। লক্ষ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা পরিচালনা করলেও শুধূ মাত্র খরচের অযুহাত দেখিয়ে পণ্য সরবরাহের কাজে এ সকল অবৈধ যান গুলো বেশি ব্যবহার করে থাকেন। এমনকি ইট ভাটার মালিকরা কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ব্যবসা পরিচালনা করলেও তারাও এ সকল অবৈধ যানবাহনের মাধ্যমে ইট সরবরাহ করে থাকেন। ফলে সর্বত্রই আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এ সকল অবৈধ যান বাহন চালালেও প্রশাসনিকভাবে এদের বিরুদ্ধে তেমন কোন ব্যবস্থা নিতে চোখে পড়ে না। এভাবে চলতে থাকলে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলবে।
মেহেরপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান বলেন, অবৈধ নসিমন, করিমনের কারণে আমাদের বড় গাড়ি চালাতে সমস্যা হয়। অবৈধ গাড়িগুলো রাস্তায় বেপরোয়া গতিতে চলাচল করে। তাদের এই বেপরোয়ার কারনে অনেক সময় আমাদের দুর্ঘটনায় পড়তে হয়। এসব অবৈধ যান বাহন ব্যবহার করা হচ্ছে মেহেরপুরের বিভিন্ন পন্যের পরিবেশকের কাজে। বড় প্রতিষ্ঠানের পণ্য বহন করাই এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেউই।
এ বিষয়ে মেহেরপুর পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী বলেন, শ্যালো ইঞ্জিন চালিত এইসব অবৈধ যানবাহন নিয়ন্ত্রন করতে হলে নিজেদের সচেতন হতে হবে। এই সব গাড়ি গুলো যেখানে তৈরি হয় আগে সেই কারখানা বন্ধ করতে হবে। এছাড়াও অবৈধ যানের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত আছে এবং বেশ কিছু গাড়ি আমরা ইতিমধ্যে আটক করেছি।

আলামিন হোসেন ও মর্তুজা ফারুক রুপক

মেহেরপুরে বুয়েট ছাত্র আবরার’র হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন

বুয়েট ছাত্র আবরার হত্যাকারিদের বিচারের দাবিতে মেহেরপুরে মানব বন্ধন করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

বুধবার সকালে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

হয়। মানববন্ধনে মেহেরপুর শিশু সংগঠন অংকুরের সভাপতি মো: নাছিম রানা বাঁধন, শিশু সংগঠন এনসিটিফ এর সভাপতি এস এম মেহেরাব হোসেন, কলেজ ছাত্র খন্দকার আসিফ, ওয়াহিদ, স্কুলের ছাত্র সাইমুন ইসলাম সৈকত, ইনান, সুমন, সৈকত,রিপন, সাজু, তানভীর, নিপু, জাঈম, কাওসার, রোহানসহ মেহেরপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা সেখানে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত ফেষ্টুন নিয়ে মানববন্ধনে অংশ গ্রহন করে।

এ সময় তারা বলেন, বুয়েটের মতো স্বনামধন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জিবনের নিরাপত্তা পায় না সেখানে আমরা সাধারণ স্কুলের ছাত্রদের জীবনের নিরাপত্তা কোথায়? অবিলম্বে আবরার হত্যার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তারা। যাতে দেশে এ ধরনের হত্যাকান্ড আর সংগঠিত না হয়।

– নিজস্ব প্রতিনিধি

মুজিবনগরে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মাসিক সম্বনয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল ১০ টার সময় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এ সমন্বয় সভা অনু্ষ্ঠিত হয়।

বক্তব্য রাখেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন, সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান মফিজ,দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান তৌফিকুল বারী বকুল প্রমুখ। এ সময় উপজেলার সকল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
-মুজিবনগর অফিস

মুজিবনগরে বীর মুক্তিযোদ্বা দাউদ আলীর লাশ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বীর মুক্তিযোদ্বা দাউদ আলীর লাশ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন হয়েছে। তার মৃত্যুতে শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও রুহের মাগফেরাত কামনা করে শোক প্রকাশ করেছেন মুজিবনগর উপজেলার সকল মুক্তিযোদ্বারা।

মঙ্গলবার বিকাল ৪ টায় উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের আনন্দবাস গাজিমতলা রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গ্রাম্য কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়। এ সময় পুলিশের একটি চৌকষ দল তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। এসময় বিহগলে করুণ সুর বেজে উঠে। মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি রাষ্ট্রের পক্ষে সালাম গ্রহণ করেন।

এসময় মুজিবনগর থানার ওসি আবদুল হাসেম, বাগোয়ান ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আব্দুল জলিল, সাবেক ইউনিয়ন কমান্ডার আহসান আলী, ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মালেক, আফজাল হোসেন সহ আরও অনেকে অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, মুক্তিযোদ্ধা দাউদ আলী (৭৫) মঙ্গলবার সকাল ৭টা ১০ মিনিটে নিজ বাড়িতে ষ্ট্রোকজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদীন যাবৎ অসুস্থ্য থাকার পরে মৃত্যুবরণ করেন । মৃত্যুকালে স্ত্রী, ৩ ছেলে, ১ মেয়েসহ অসংখ্য গুনাগ্রাহী রেখে গেছেন।

-মুজিবনগর অফিস

ইউজিসির ‘পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপ’র জন্য মনোনীত হয়েছেন ড. ইয়াসমিন আরা সাথী

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃক ‘পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপ’-২০১৯ এর জন্য মনোনীত হয়েছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. ইয়াসমিন আরা সাথী। সোমবার সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ইবির বাংলা বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাঃ সাইদুর রহমানের তত্ত্বাবধায়নে তাঁর গবেষণার শিরোনাম ‘কবিগান: সমাজ পরিপ্রেক্ষিত ও রূপবৈচিত্র’। সূত্র মতে, গতকাল রোববার ইউজিসি’র নিজস্ব ওয়েবসাইটে ‘পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপ’- ২০১৯ এর জন্য মনোনীত প্রার্থীদের নাম, গবেষণার শিরোনাম ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের নাম প্রকাশ করা হয়।

উল্লেখ্য, ড. ইয়াসমিন আরা সাথী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষার্থী ও অধ্যাপক। তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যায়ের বাংলা বিভাগ থেকে ¯স্নাতক এবং ¯স্নাতকোত্তর (প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থানসহ) পাশ করে ২০১০ সাথে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের একই বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি বিভাগটিতে সহযোগী অধ্যাপক পদে কর্মরত রয়েছেন। ড. সাথী ২০১৬ সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। এতে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিলো ‘সমরেশ বসুর উপন্যাসে মধ্যবিত্ত জীবন’। তিনি ১৯৮২ সালের ২৭ নভেম্বর মেহেরপুর জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন।তিনি হাজী মোঃ রফিকুল ইসলাম ও মনোয়ারা বেগমের প্রথম কন্যা।

ফেলোশীপ ডক্টোরাল ডিগ্রীর জন্য নির্বাচিত হওয়ার বিষয়ে ড.ইয়াসমিন আরা সাথী মেহেরপুর প্রতিদিনকে মোবাইল ফোনে বলেন, ‘আমার এ অর্জন একক কোনো কৃতিত্ব নয়। বিশ্ব বিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের ভালোবাসা এবং সহকর্মীদের সহযোগিতায় আমি এ সাফল্য অর্জন করেছি।

– ইবি প্রতিনিধি

প্রকাশ্যে ঘুরলেও আসামীরা অধরা

!

ছাত্রলীগ নেতা তুষার ইমরান হত্যা চেষ্টার ৬ দিন পার হলেও আটক হয়নি কেউই। এলাকাবাসীর অভিযোগ আসামীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশের ধরা ছোয়ার বাইরে । একজন ছাত্রলীগ নেতাকে হত্যা চেষ্টার আসামীরা কিভাবে প্রকাশ্যে ঘুরতে পারে এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে জনমনে।

এ বিষয়ে ছাত্রলীগ নেতা তুষারের পিতা মুকুল আলী অভিযোগ করে বলেন, আমার ছেলে ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে দির্ঘদিন জড়িত। গত ৩০ সেপ্টেম্বর আশিক ও তার ক্যাডার বাহীনি দিয়ে আমার ছেলে উপর হত্যা চেষ্টা চালায়। এতে সে মারাত্বক জখম হয়ে বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে। আওয়ামীলীগ সরকার ক্মষতায় থাকার পরও আমার ছেলে হত্যা চেষ্টার আসামীরা এখনো কেউ আটক হয়নি। এটা আমার কাছে খভুব দুঃখজনক। আজ ৬ দিন পেরিয়ে গেলো, কেউ আটক নেই অথচ আসামীরা দিব্বি প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক ও মুজিবনগর কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তুষার ইমরানকে কলেজ গেটের সামনে গত ৩০ সেপ্টেম্রব আশিকসহ কয়েকজন মিলে হত্যা চেষ্টায় চালায়। এতে সে প্রানে বেচে গেলেও ক্ষতবিক্ষত হয় পুরো শরীর এবং তার মাথায় দেওয়া হয় বিশটি শেলাই।

এ ঘটনায় তুষার নিজেই বাদী হয়ে গত বুধবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। আশিক কে প্রধান করে মোট ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা দয়ের করা হয়। মামলার অন্য আসামীরা হলো, লিজন ,লিমন , শাকিরুল , অনিক , বান্না , সাব্বির ।

মামলার বিবরণীতে তুষার বলেন, আসামীগণ অত্যন্ত, দুর্র্ধষ, দাঙ্গাবাজ, খুনী প্রকৃতির ব্যক্তি। আসামীদের সাথে আমার তার পূর্বের বিরোধ রহিয়াছে। ঘটনার তারিখে ও সময়ে আমি মুজিবনগর সরকারি কলেজের সামনে গেলে আসামীরা ষড়যন্ত্রমূলক পূর্ব পরিকল্পিত

ও দলবদ্ধ ভাবে ঘটনাস্থলে এসে অতর্কিত আমাকে একা পেয়ে ১নং আসামী গালাগালি করতে থাকে। আমি প্রতিবাদ করলে ১নং আসামী সকল আসামীকে ডাক দিলে অন্যান্য আসামী হাতে রামদা, হাসুয়া, লোহার রড, বাঁশের লাঠি ইত্যাদি দেশীয় অস্ত্র হাতে ছুটে এসে আমাকে এলোপাথাড়ী মারপিট করিতে শুরু করে। ১নং আসামী অন্য আসামীর নিকট হইতে সরবরাহকৃত রামদা দিয়ে আমার মাথা লক্ষ্য করিয়া আমাকে খুন করার উদ্দেশ্যে কোপ মারিলে উক্ত কোপ আমার মাথার চাঁন্দির উপর লাগিয়া মারাত্বক রক্তাক্ত জখম হয়। ২নং আসামী আমাকে খুন করার উদ্দেশ্যে তার হাতে থাকা হাসুয়া দ্বারা আমার ঘাড়ে পিছন হইতে কোপ মারিলে উক্ত কোপ আমার মাথার পিছনে লাগিয়া কেটে রক্তাক্ত গুরুতর জখম হয়। ৩নং আসামী আমাকে খুন করার উদ্দেশ্যে তার হাতে থাকা ধারালো হাসুয়া দ্বারা আমার মাথা লক্ষ্য করিয়া কোপ মারিলে উক্ত কোপ মাথার পিছনে লাগিয়া মারাত্বক কেটে রক্তাক্ত জখম করে। ৪নং আসামী তার হাতে থাকা ছিপদা দ্বারা আমার বাম পায়ে হাটুর নিচে কোপ মারিয়া হক কাটা রক্তাক্ত জখম হয়। আমি মাটিতে পড়িয়া গেলে ৫-৭নং আসামীরা তাদের হাতে থাকা বাশের লাঠি দ্বারা ফোলা, ছেচা, কালশিরা জখম করে এবং সকল আসামীরা আমাকে উপর্যুক্ত ভাবে কুপাইয়া আমার শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারাত্বক জখম কারিয়া দেয়। ধারালো অস্ত্রের আঘাত আমার মাথায় ২০ (বিশ) টি সেলাই হয় এবং আমার সারা শরীরে কালশিরা ফোলা দাগযুক্ত জখম হয়। সাক্ষীরা ঠেকাইতে আসিলে আসামীরা তাদেরকেও এলোপাতাড়ী মারপিট করে। আমি নিথর হইয়া মাটিতে পড়িয়া থাকিলে আসামীরা চলিয়া যায়। আসামীগের তান্ডবের ফলে এবং তাদের হাতে ধরালো অস্ত্র থাকার কারনে এলাকার লোকজন আসামীদের সামনে আসতে সাহস পায় না। আসামিরা চালে গেলে তারা উদ্ধার করিয়া মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। আমি এখনও হাসপাতালে ভর্তি থাকিয়া চিকিৎসাররত আছি।

এ বিষয়ে মামলার দায়িত্ব প্রাপ্ত এসআই মোস্তফা বলেন, আসামী আটকের অভিযান অব্যাহত আছে। আমরা আশা করছি সব আসামীদের দ্রুত আটক করা হবে।

গাংনীতে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলাগ্রামের একটি মাঠে মহিস চরানোর সময় বজ্রপাতের ঘটনায নৈয়ব আলী (৩০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

রবিবার বিকেলে এই ঘটনা ঘটে। মৃত নৈয়ব আলী ধানখোলা গ্রামের হানিফ আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সময় উত্তর আকাশে কালো মেঘ দেখা দেয়। এর কিছুক্ষণ পরেই শুরু হয় ভারী বর্ষণ। সাথে প্রচন্ড বজ্রপাত। আধাঘণ্টাব্যাপী ভারী বর্ষণ ও বজ্রপাত চলেছে। এ সময় মাঠে নিজেদের দুটি মহিষ চরাচ্ছিলেন নৈয়ব আলী। বজ্রাঘাতে মাঠেই তার মৃত্যু হয়। পরে পরিবারের লোকজন খবর েপেয়ে তার মরদেহ বাড়িতে নিয়ে যায়।
এমপি ডেস্ক

গাংনীর বাওট বাধাগ্রস্থ শিশু বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের বাওট বাধাগ্রস্থ শিশুবিদ্যালয়ের হত দরিদ্র প্রতিবন্ধীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ১২ টার সময় মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে সেলাই মেশিন বিতরণ করেন নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সহকারি কমিশনার (ভুমি) সুখময় সরকার।

প্রধান অতিথীর বক্তব্যে সুখময় সরকার বলেন, প্রতিবন্ধীদের সমাজের বোঝা মনে না করে সাভাবিক মানুষের মত তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের

মাধ্যমে কর্মদক্ষ করে গড়ে তুলতে পারলে তারাও সংসারের হাল ধরতে পারবে।

মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহাম্মেদ এর সভাপতিত্বে এলজি এসপি-৩ এর আওতায় মানব সম্পদ উন্নয়ন হত দরিদ্রদের মাঝে সেলাই মেশিন সরবরাহ অনুুষ্ঠানে বাওট বাধাগ্রস্থ শিশু বিদ্যালয়ের পরিচালক এনামুল হক,ইউপি সদস্য সাহাবুদ্দিনসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ও এলাকার গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্তিত ছিলেন । মোট ১৬ জনকে একটি করে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।
মেপ্র/নিজস্ব প্রতিনিধি

গাংনীর বেতবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ম্যানিজিং কমিটির নির্বাচন বাতিল চেয়ে রিট

মেহেরপুরের গাংনীর বেতবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচনে নানা অনিয়মের অভিযোগে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। সম্প্রতি একটি হাইকোর্ট বেঞ্চে অপরটি মেহেরপুর দেওয়ানী আদালতে মামলা দুটি দায়ের করা হয়। একটি মামলায় আদেশ দিলেও অন্য একটি মামলায় শুনানীর জন্য অপেক্ষমান রয়েছে।

বেতবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সাবেক সভাপতি মশিউর রহমান হাসান জানান, নানা অনিয়মের অভিযোগে তিনি মেহেরপুর দেওয়ানী আদালতে একটি মামলা দায়ের েকেছন যার নং ৩৮/১৯। মামলাটি আমলে নিয়ে কারণ দর্শানোর ও তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

তিনি বলেন, নিয়মনীতিকে তোয়াক্কা না করেই বেতবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচনে অবৈধ ভাবে ভোটার তালিকা করে নির্বাচন করে। মেহেরপুর দেওয়ানী ৩৮/১৯ নং মামলা সূত্রে ও বেতবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সাবেক সভাপতি মশিউর রহমান হাসান জানান, তিনি গত ২৮/০২/২০০২ সালে ৭৫ হাজার টাকা চাঁদা প্রদান করে আজীবন দাতা সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে

আসছি।

ইতোপূর্বে অভিভাবক সদস্য ও পরপর ৩ বার সভাপতির দায়িত্ব পালন করি। কিন্তু বিধি মালা লঙ্ঘন করে তৎকালিন দাতার সদস্য প্রয়াত আকবর আলীর নাতিন ছেলে গিয়াস উদ্দীনকে দাতা সদস্য করে। সাবেক দাতা সদস্য’র কোন উত্তরসূরি টাকা জমা না দিলে দাতা সদস্য হতে পারবেনা এমন নিয়ম থাকলেও প্রধান শিক্ষক গোপনে সেই নিয়মকে ভঙ্গ করে গিয়াস উদ্দীনকে দাতা সদস্য করেছে।

প্রধান শিক্ষক মো: মনিরুল ইসলাম খসড়া ভোটার তালিক প্রনয়ন করিবার সময় বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানিজিং কমিটি প্রবিধান মালা ২০০৯ অনুসরণ না করে ষড়যন্ত্রেও মাধ্যমে মনগড়া ও নিজ পছন্দের ব্যক্তিকে ভোটার হিসেবে অন্তভুক্ত করিয়া এবং অপছন্দের ব্যক্তি ভোটার হিসেবে অন্তভুক্ত না করিয়া ভোটার তালিকা প্রনয়ন করে। এ অবৈধ কাজের প্রতিবাদ করলে প্রধান শিক্ষক ক্ষিপ্ত হয়ে মশিউর রহমান হাসানকে আজীবন দাতা সদস্য না করেই ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে ভোটার তালিকা প্রনয়ন করেন। এছাড়া বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদ উর্ত্তীণের ৮০ দিন পুর্বে সকল শ্রেনীর সদস্য পদের জন্য পূথক পূথক খসড়া ভোটার তালিক প্রনয়নের বিধান থাকলেও তা করেনি প্রধান শিক্ষক মনিরুল ইসলাম। অপরদিকে বিদ্যালয় অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবককে ভোটার তালিকায় অন্তভুক্ত করার বিধান থাকলেও প্রধান শিক্ষক মনিরুল ইসলাম তা করেনি। এমনকি নোটিশ বোর্ডের ভোটার তালিকা টাঙ্গানো হয়নী।

মামলার আরজিতে আরো বলা হয়েছে,প্রধান শিক্ষক মনিরুল ইসলাম তার পছন্দের ব্যক্তিকে ম্যানিজিং কমিটির সদস্য করার জন্য পরিকল্পিত ভাবে ৬ষ্ট শ্রেনী থেকে ১০ম শ্রেনী পর্যন্ত ৬৩ জন ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকের নাম ভোটার তালিকায় ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করেছে। এছাড়া ২ নং বিবাদী গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাশার খেয়াল খুশিমত ঈদুল আজহার ছুটিতে দৈনিক চুয়াডাঙ্গা পত্রিকায় গত ৮ আগষ্ট তফশিলের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে।

তফসিল অনুযায়ী মনোনয়ন পত্র উত্তোলন ও জমা ৯,১০ ও ১১ আগষ্ট। বাছাই ১৪ আগষ্ট ও প্রত্যাহার ১৬ আগষ্ট ভোট গ্রহন ২৯ আগষ্ট। অপরদিকে ভুয়া ভোটারদের দিয়ে নির্বাচন কার অভিযোগে নির্বাচন বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে একটি রিট করেছেন জামিরুল ইসলাম নামের এক অভিভাবক সদস্য। রিট নং ৯৯৬৫/২০১৯। রিটটি শুনানীর জন্য অফেক্ষমান রয়েছে। ১ নং বিবাদী প্রধান শিক্ষক মো: মনিরুল ইসলামের মোবাইল

ফোনে কল দিলে বন্ধ পাওয়া যায়।